# প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
# তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ১৯ – অনুগ্রহ করে প্রেরিত ১৮:১-২৮ [পদ ৫-৬] পৌল কেবল আল্লাহর কালাম তবলিগ করে তাঁর সমস্ত সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি ইহুদীদের কাছে সাক্ষ্য দিতেন যে, ঈসাই মসীহ্। কিন্তু ইহুদীরা যখন পৌলের বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁকে অপমান করতে লাগল তখন পৌল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কাপড়-চোপড় ঝেড়ে ফেললেন এবং বললেন, "আপনাদের রক্তের দায় আপনাদের নিজেদের মাথার উপরেই থাকুক। এই বিষয়ে আমার কোন দোষ নেই। এখন থেকে আমি অ-ইহুদীদের কাছে যাব।"

সত্য: ঈসাই হলেন মসিহ। এই চিরন্তন সত্যের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কী? ঈসা হলেন আল্লাহ, সেই প্রতিশ্রুত মসিহ! ঈসা মসিহ সম্পর্কে প্রত্যেকে যা বিশ্বাস করে তার উপর তাদের অনন্ত জীবন নির্ধারণ হয়।

-ইশাইয়া ৯:৬ এই সমস্ত হবে, কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্।

এই পাঠের থিম: সর্বশক্তিমান আল্লাহ, ঈসা মসিহের সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমানতা। যিনি আমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন তার সাথে আমরা কী করতে যাচ্ছি? আমরা কি করতে যাচ্ছি যখন আল্লাহ তাঁর নিখুঁত জ্ঞান এবং সত্যকে আমাদের উপর আলোকিত করবেন? যিনি আগে থেকেই জানেন যে কখন প্রত্যেকটি মোরগ ডাকবে এবং কখন প্রতিটি চড়ুই মাটিতে পড়বে তার সাথে আমরা কী করতে যাচ্ছি? আমরা এই ঈসার সাথে কি করতে যাচ্ছি যখন তিনি আমাদেরকে সঠিক মালিক হিসাবে আমাদের সমস্ত জীবন সমর্পণ করতে বলেন?

মার্ক ১৪:২৭-৭২ [২৭-৩১] ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "আমাকে নিয়ে তোমাদের সকলের মনে বাধা আসবে। পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'আমি পালককে মেরে ফেলব, তাতে মেষগুলো ছড়িয়ে পড়বে।' তবে আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হলে পর আমি তোমাদের আগেই গালীলে যাব।" তখন পিতর বললেন, "সবার মনে বাধা আসলেও আমার মনে বাধা আসবে না।" ঈসা তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ ভোর রাতে মোরগ দু'বার ডাকবার আগেই তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না।" কিন্তু পিতর আরও জোর দিয়ে বললেন, "যদি আমাকে আপনার সংগে মরতেও হয় তবুও আমি কখনও বলব না যে, আমি আপনাকে চিনি না।" সাহাবীরা সবাই সেই একই কথা বললেন।...[৬৬-৭২] পিতর যখন নীচে উঠানে ছিলেন তখন মহা-ইমামের একজন চাকরাণী সেখানে আসল। সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখল এবং ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে বলল, "আপনিও তো ঐ নাসরতের ঈসার সংগে ছিলেন।" পিতর কিন্তু অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কি বলছ তা আমি জানিও না, বুঝিও না।" এই বলে পিতর বাইরের দরজার কাছে গেলেন, আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল। চাকরাণীটা পিতরকে সেখানে দেখে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের আবার বলল, "এই লোকটি ওদের একজন।" পিতর আবার অস্বীকার করলেন। যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও কিছুক্ষণ পর পিতরকে বলল, "নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন, কারণ তুমি তো গালীলের লোক।" পিতর তখন নিজেকে বদদোয়া দিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন, "তোমরা যার সম্বন্ধে বলছ তাকে আমি চিনি না।" আর তখনই দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল। ঈসা যে বলেছিলেন, "মোরগ দু'বার ডাকবার আগেই তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না," সেই কথা তখন পিতরের মনে পড়ল। তাতে তিনি কান্নায় ভেংগে পড়লেন।

আমাদের কাছে সৃষ্টির কিছু জিনিস পাখির মতো দুর্বল, অসহায় এবং অসাধারণ বলে মনে হয়। এই প্রাণীগুলি, সমস্ত জীবের মতো, তাদের সৃষ্টিকর্তার সম্পূর্ণ বিধান এবং সুরক্ষার উপর নির্ভর করে। এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে ঈসা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অসীম শক্তি এবং প্রেমময় যত্নকে চিত্রিত করার জন্য পাখিদের ব্যবহার করেছিলেন। আমরা যখন আমাদের জগতের পাখিদের কথা মনোযোগ সহকারে চিন্তা করি, তখন কীভাবে আমরা এমন একজন আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারি না?

-মথি ১০:২৮-৩০ যারা কেবল শরীরটা মেরে ফেলতে পারে কিন্তু রূহকে মারতে পারে না তাদের ভয় কোরো না। যিনি শরীর ও রূহ্ দু'টাই জাহান্নামে ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর। দু'টা চড়াই পাখী কি সামান্য দামে বিক্রি হয় না? তবুও তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না; এমন কি, তোমাদের মাথার চুলগুলোও গোণা আছে।

-শুমারী ১১:৩১ পরে মাবুদ একটা বাতাস বহালেন। সেই বাতাস সমুদ্র থেকে ভারুই পাখী ঠেলে এনে ছাউনির চারপাশে এক দিনের পথ জুড়ে এমনভাবে ফেলে দিল যে, সেগুলো মাটি থেকে দু'হাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে গাদা হয়ে রইল।

-আইয়ুব ৩৮:৪১ দাঁড়কাকের বাচ্চারা যখন আল্লাহর কাছে কাঁদে আর খাবারের অভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়, তখন কে তাদের খাবার যোগায়?

-১ বাদশাহনামা ১৭:৪-৬ তুমি সেই স্রোতের পানি খাবে আর সেখানে তোমাকে খাবার দেবার জন্য আমি দাঁড়কাকদের ঠিক করে রেখেছি।" কাজেই মাবুদ ইলিয়াসকে যা বললেন তিনি তা-ই করলেন। তিনি জর্ডানের পূর্ব দিকে করীৎ স্রোতের ধারে

গিয়ে থাকতে লাগলেন। দাঁড়কাকেরা সকালে ও বিকালে তাঁর জন্য রুটি ও গোশ্ত আনত এবং তিনি সেই স্রোতের পানি খেতেন।

_____

এটি একটি মোরগ ছিল যা দুবার ডেকেছিল যা আজকের পাঠের চিন্তা প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

প্রভু কেবল মাটিতে পড়ে যাওয়া প্রতিটি চড়ুইকে জানেন না, তবে এই আরও গভীর সত্যের কথা ভাবুন, প্রভু আগাম প্রতিটি কিচিরমিচির, প্রতিটি শব্দ প্রতিটি পাখি জানেন এটি শব্দ করার আগে সমগ্র বিশ্বের যেখানেই হোক না কেন!

এই একই ঈসা যিনি সঠিকভাবে জানতেন কখন প্রতিটি মোরগ কাক করবে তাও সঠিকভাবে জানতেন যে তাঁর প্রিয় সাহাবি তাঁর একেবারে চরম এবং একাকীত্বের মধ্যে তাঁকে অস্বীকার করবে।

তা সত্ত্বেও, পিতরের প্রতি ঈসার ভালবাসা এবং যত্ন এমনকি ক্ষুদ্রতম পরিমাপের ক্ষেত্রেও কখনো বিচলিত বা কম হয়নি! সত্যই, আমরা তাদের সাথে যোগদান করি যারা বিস্ময়ের সাথে বলেছেন: - লূক ৮:৪৪-২৫ তাঁরা ঈসার কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, “হুজুর, হুজুর, আমরা যে মরলাম!” তখন ঈসা উঠে বাতাস ও পানির ঢেউকে ধমক্ দিলেন। তাতে বাতাস আর ঢেউ থামল এবং সব কিছু শান্ত হয়ে গেল। তিনি সাহাবীদের বললেন, “তোমাদের ঈমান কোথায়?” সাহাবীরা ভয়ে আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ইনি কে, যিনি বাতাস ও পানিকে হুকুম দিলে পর তারাও তাঁর কথা শোনে?”

_____

আমরা সাহায্য করতে পারি না কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে পারি যিনি বাতাস এবং পানি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এটি ঘটার আগেই প্রতিটি চড়ুই এবং মোরগের কিচিরমিচির জানেন, তিনি সার্বভৌম আল্লাহ। যে কেউ তাঁর পুত্র, ঈসা মসিহের উপর ঈমান আনবে ও নির্ভর করবে তিনি তাকে বাঁচাবেন এবং এতে তিনি খুশি।

-ইবরানী ৭:২৫ এইজন্য যারা তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নাজাত করতে পারেন, কারণ তাদের পক্ষে অনুরোধ করবার জন্য তিনি সব সময় জীবিত আছেন।

-প্রেরিত ১৭:৩৪ কয়েকজন লোক পৌলের সংগে যোগ দিল এবং ঈমান আনল। সেই ঈমানদারদের মধ্যে দিয়নুষিয় নামে এরিওপেগসের সভার একজন সদস্য, দামারিস্ নামে একজন স্ত্রীলোক এবং তাঁদের সংগে আরও কয়েকজন ছিলেন।

ঈসা পৃথিবীর ভিত্তির আগে চিরন্তন অতীতে ডায়োনিসিয়াস এবং ডামারিস সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতেন।

-ইফিষীয় ১:৪-৬ আমরা যাতে আল্লাহ্‌র চোখে পবিত্র ও নিখুঁত হতে পারি সেইজন্য আল্লাহ্ দুনিয়া সৃষ্টি করবার আগেই মসীহের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন। তাঁর মহব্বতের দরুন তিনি খুশী হয়ে নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করেছিলেন যে, ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তান হিসাবে তিনি আমাদের গ্রহণ করবেন। তিনি এটা করেছিলেন যেন তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে যে মহিমাপূর্ণ রহমত আমাদের দান করেছেন তাঁর প্রশংসা হয়।

-ইফিষীয় ১:৭-১২ আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত অনুসারে মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ গুনাহের মাফ পেয়েছি। এই রহমত আল্লাহ্ তাঁর মহা জ্ঞান ও বুদ্ধির সংগে খোলা হাতে আমাদের দান করেছেন। ঠিক যেমন তিনি চেয়েছিলেন এবং মসীহের মধ্য দিয়ে আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, সেই অনুসারেই তিনি তাঁর গোপন উদ্দেশ্য আমাদের জানিয়েছিলেন। তিনি স্থির করে রেখেছিলেন যে, সময় পূর্ণ হলে পর সেই উদ্দেশ্য কার্যকর করবার জন্য তিনি বেহেশতের ও দুনিয়ার সব কিছু মিলিত করে মসীহের শাসনের অধীনে আনবেন। আল্লাহ্ তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামতই সব কাজ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি আগেই যা ঠিক করে রেখেছিলেন সেইমতই মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের বান্দা হবার জন্য তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন। আমরা যারা আগেই মসীহের উপর আশা রেখেছি, সেই আমাদেরই মধ্য দিয়ে যেন আল্লাহ্‌র মহিমার প্রশংসা হয় সেইজন্যই তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন।

-রোমীয় ৮:২৮-৩০ আমরা জানি যারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন তাদের ভালোর জন্য সব কিছুই একসংগে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ যাদের আগেই বাছাই করেছিলেন তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত হবার জন্য আগেই ঠিক করেও রেখেছিলেন, যেন সেই পুত্র অনেক ভাইদের মধ্যে প্রধান হন। যাদের তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন তাদের তিনি ডাকও দিলেন; যাদের ডাক দিলেন তাদের তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণও করলেন; যাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন তাদের তিনি নিজের মহিমাও দান করলেন।

এইভাবে, এটা আশ্চর্যজনক বিস্ময়ের সাথে আমরা এখন ঈসার নিখুঁত সর্বজ্ঞতার সাথে প্রেরিত ১৮ এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি:

# প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
# তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

-প্রেরিত ১৮:৯-১১ একদিন রাতের বেলা প্রভু একটা দর্শনের মধ্য দিয়ে পৌলকে এই কথা বললেন, "ভয় কোরো না, কথা বলতে থাক, চুপ করে থেকো না; কারণ আমি তোমার সংগে সংগে আছি। তোমাকে আক্রমণ করে কেউ তোমার ক্ষতি করবে না, কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে।" এতে পৌল দেড় বছর সেই শহরে থেকে লোকদের আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দিলেন।

এই একই ঈসা আপনাকে জানেন! তিনি আপনার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত জানেন এবং, তিনি যেমন পিতর এবং পৌলকে ভালোবাসতেন, তাদের প্রয়োজন যুগিয়েছিলেন, এবং সুরক্ষিত করেছিলেন। তিনি আপনাকে নিরাপদে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসবেন কারণ তিনি ইতিমধ্যেই আপনার মাথার সমস্ত চুল গণনা করেছেন।

আমাদের প্রকাশ করার জন্য এটি একটি খুব উপযুক্ত সময়। ঈসার ভালবাসা এবং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানতার জন্য আবার ধন্যবাদ + মনে রাখবেন:

-প্রেরিত ১:১০-১১ ঈসা যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন সাহাবীরা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক সাহাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

এই একই ঈসা আল্লাহর সমস্ত সন্তানদের বলেছেন:

-ইউহোন্না ১৪:১-৩ "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।

যখন আমরা সমস্ত কিছুর উপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে আমাদের মানবিক দায়িত্ব হল নিম্নলিখিত উপদেশকে গুরুত্বের সাথে বিশ্বাস করা:

-ইবরানী ২:১-৩ এইজন্য আমরা যা শুনেছি তা পালন করবার দিকে আমাদের আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত, যেন তা থেকে আমরা দূরে সরে না যাই। ফেরেশতাদের দ্বারা যে কালাম বলা হয়েছিল তার তো কোন নড়চড় হয় নি; তা ছাড়া যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছে এবং তাঁর কথা শুনতে চায় নি সে তার উচিত শাস্তি পেয়েছে। তাহলে নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌ এই যে মহান ব্যবস্থা করেছেন তা যদি আমরা অবহেলা করি তবে কি করে আমরা রেহাই পাব? নাজাত পাবার কথা প্রথমে হযরত ঈসাই বলেছিলেন এবং যাঁরা তা শুনেছিলেন তাঁরা আমাদের কাছে সেই নাজাতের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

আসুন আমরা সাবধানে, পরিশ্রমের সাথে, কৃতজ্ঞতার সাথে আমাদের সমস্ত জীবনকে ঈসা মসিহের আহ্বানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি যেমন পিতর আমাদের উপদেশ দিয়েছেন:

-২ পিতর ১:১০-১১ এইজন্য ভাইয়েরা, আল্লাহ্‌ যে সত্যিই তোমাদের ডেকেছেন এবং বেছে নিয়েছেন তা নিশ্চিত করে তুলবার জন্য আরও বেশী আগ্রহী হও। এই সব করলে তোমরা কখনও উচোট খাবে না। এতে আমাদের প্রভু এবং নাজাতদাতা ঈসা মসীহের চিরস্থায়ী রাজ্যে আগ্রহের সংগে তোমাদের গ্রহণ করা হবে।

আপনি কি এমন একজন হতে পারেন যাকে আল্লাহ আজকে তার বিনামূল্যের নাজাতের উপহার সম্পর্কে জানাতে ব্যবহার করবেন যা অনন্তকালের জন্য আনন্দ এবং শান্তি নিয়ে আসে? যেমন কেউ একজন আপনাকে বলার ঝুঁকি নিয়েছিল?

আপনাকেই আপনার বন্ধু বা প্রতিবেশীকে জানাতে হবে। তাদের কে বলবে? কেউ কেউ তাদের নাজাতের সাক্ষ্য লিখে আমাদের ইমেল করেছে এবং কেউ কেউ তাদের গল্প পড়ে চিরকালের জন্য বদলে গেছে, তাদের জীবন দেখে আপনি যদি পাঠাতে চান, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা এবং গৌরবের জন্য আমাদের কাছে আপনার গল্প পাঠান।

---

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)